History (UG) Sem - 4 GE4 Unit - 2 Education in Early times : obstacles

প্রাচীন ভারতে নারী শিক্ষার : অন্তরায়

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানতে গেলে যে উপাদানগুলির উপর আমাদের নির্ভরশীল হতে হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হল বৈদিক সাহিত্য, ঋগ্বেদ হল ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য কীর্তি, রচনা কালের উপর ভিত্তি করে বৈদিক সাহিত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঋকবৈদিক এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য, ঋকবৈদিক যুগে নারীর সহজ সামাজিক অবস্থান এবং বৈদিক শিক্ষায় তাদের পারদর্শিতা যথা অপালা, ঘোষা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা প্রমুখ নারী নাম আমরা পাই যারা বৈদিক শিক্ষায় পুরুষের সঙ্গে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে, আবার অথর্ববেদে উল্লেখ আছে একজন কন্যা ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে যথাযথ শিক্ষা সমাপ্ত করেই একজন যুবাপুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করতে পারে. পরবর্তী বৈদিক যুগেই শুরু হয় পরিবর্তন, ক্রমশঃ কিছুতে বেদ চর্চার দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে এসে পড়ে পুরোহিত তন্ত্রের অধীনে, বৈদিক সাহিত্যের ~~জটি~~ জটিল ক্রিয়াবিধির ফলে অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তৎকালীন স্ত্রী শিক্ষা, উত্তর বৈদিক যুগে পারিবারিক ভিত্তিতে পিতৃপূজার প্রচলন হয় এবং পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়, এমতাবস্থায় জটিল বেদবিদ্যায় পড়ানে সময় নষ্ট করানোর পরিবর্তে মেয়েদের শীঘ্র বিবাহ দেওয়ার প্রতি সমাজ আগ্রহী হল।

নারী শিক্ষার অবনতির আরো একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে পরবর্তী বৈদিক সমাজে শূদ্রবিবাহের প্রচলন, শিক্ষা কাণ্ডজ্ঞান না থাকলে এবং সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না থাকলে বৈদিক মন্ত্র শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা যায় না। শূদ্রদের যেহেতু সেই সময় বেদশিক্ষা গ্রহণের অধিকার ছিল না সম্ভবত কারণেই শূদ্রনারীরাও এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিল, আবার অন্যদিকে এই শূদ্ররমণীরাই ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয়দের স্ত্রীর মর্যাদা পাচ্ছেন, শাস্ত্রে আছে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীকে ~~সহধর্মী~~ সহধর্মিনীরূপে যজ্ঞে অংশ নিতে হবে এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে কিন্তু তাতে অশুদ্ধ উচ্চারণের ভয় থেকে যায়, পুরোহিত সম্প্রদায় কোনোভাবেই অশুদ্ধ উচ্চারণের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন অশুদ্ধ উচ্চারণ যজ্ঞকারীর মৃত্যুর কারণ হয়, কাজেই প্রথমদিকে তাঁরা অনার্য স্ত্রীকে স্বামীর ধর্মসঙ্গিনী হতে নিষেধ করলেন, কিন্তু ক্ষমতাশালী নরপতিদের ক্ষেত্রে তার অনার্য স্ত্রীকে এভাবে বাদ দেওয়া সহজসাধ্য ছিল না, এভাবে কালক্রমে ধীরে ধীরে সব নারীর যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ নিষিদ্ধ হয়ে গেল, যজ্ঞানুষ্ঠানে নির্ভুল মন্ত্রোচ্চারণ এর জন্য প্রয়োজন ছিল দীর্ঘকালীন বৈদিক শিক্ষা গ্রহণ, কিন্তু যখন মন্ত্রোচ্চারণের অধিকারই থাকল না তখন নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে সমাজে আর কোনো গুরুত্ব রইল না, অধিকন্তু নারীদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিতান্ত অল্পবয়সে প্রায় নিরক্ষর একটি কন্যা শ্বশুর গৃহে পদার্পণ করে এবং সেখানে গৃহের প্রত্যহ কাজে লাগে এরকম কিছু শিক্ষা নিতে গিয়ে অন্য কিছু শিক্ষার কোনো সুযোগই হয়ে ওঠেনি।

Scanned with CamScanner

ব্রহ্মবাদিনী

বৈদিক সাহিত্যে এক ধরনের নারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাদের ব্রহ্মবাদিনী নামে উল্লেখ করা হত, এই নারীরা ছিলেন বিদ্যাচর্চায় নিবেদিত প্রাণ, এঁরা বিদ্যালাভের সুযোগ ও সামাজিক সম্মান লাভ করতেন, এঁরা আজীবন ব্রহ্মচারিণী থাকতেন, ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে তারা বিদ্যা ও তপস্যার জন্য দীর্ঘপথ একাকিনী পরিব্রাজনও করেছেন, এরজন্য সমাজের কোনো বাধা পেতে হয়নি, উপনয়ন, অগ্নিসমিন্ধন, বেদাধ্যয়ন সবই তাদের করতে হত, এঁরা পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন, ব্রহ্মচারীর জীবনযাপনে ব্রতী হলেও অনেক ঋষিপত্নীকেও আমরা ব্রহ্মবাদিনী রূপে দেখতে পাই, ব্রহ্মবাদিনীরা বেদের ব্যাখ্যা করতেন, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী, বিশ্ববারা, সিক্তা প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য ব্রহ্মবাদিনী।

Scanned with CamScanner